দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 JAN 1986 ... ...
7 ... কলাম 4 ... ...

17

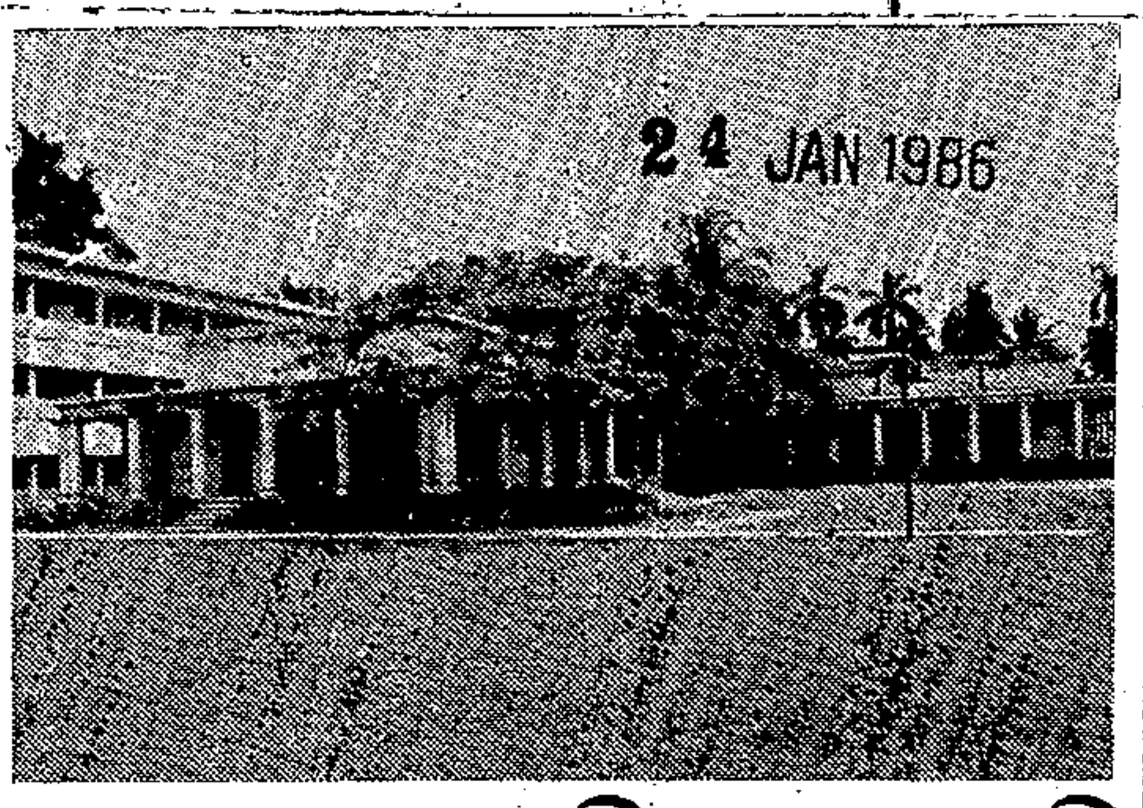

কালের সাক্ষী রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল

।। সিকান্দার আবু জাফর ।।

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের যে ছাদের নীচে দেড়শ' বছরে হাজার হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছে, সেই ছাদে ফাটল ধরেছে। বর্ষার দিনে জল চল হয়ে নামে শিক্ষার্থীদের মাথায়। তবুও কলেজিয়েট স্কুল জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাস হয়ে; শত শত মানুষের স্মৃতি হয়ে।

কলেজিয়েট স্কুলেরও ইতিহাস আছে। স্কুল হিসেবে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল প্রাচীনত্বের দাবী রাখে, তবে ইতিহাসের বিচারে সময়টা হাতের নাগালের মধ্যেই। প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়াও কষ্টসাধ্য নয়। এই স্কুলের অনেক প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক আছেন যাদের কাছে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের ঘটনা তাদের স্মৃতিতে তরতাজা হয়ে আছে। তবে গোড়া পত্তনের হদিস খুঁজতে তৎকালীন সরকারী এবং স্কুলে রক্ষিত নথিপত্র ঘাটতে হবে। নথিপত্র অনুযায়ী রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল সরকারী উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করে ১৮৩৬ সালের ২০শে জুন। বৃটিশ শাসনামলে অখণ্ড বাংলায় ১৮৩৬ সালে যে তিনটি স্কুলকে সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তার মধ্যে কলেজিয়েট স্কুল একটি। অন্য দু'টির একটি হচ্ছে কলকাতার হেয়ার স্কুল এবং অন্যটি মুর্শিদাবাদ ইংলিশ হাই স্কুল।

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল ১৮৩৬ সালের আগে বোয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল নামে পরিচিত ছিল। তখন এই স্কুলটি ছিল বেসরকারী। যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৮ সালে। রাজশাহীতে ইংলিশ স্কুল হিসেবে কলেজিয়েট স্কুলকে সরকারীকরণ এবং সরকারীকরণের পূর্বে বোয়ালিয়া হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠার পেছনের সামাজিক কারণ খুবই স্পষ্ট। পলাশীর যুদ্ধের পর বৃটিশ শাসকরা ক্ষমতার শেকড়কে আরো গভীরে পৌঁছুনোর জন্য ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হয়। ইংরেজদের কাছে কলকাতা এবং মুর্শিদাবাদ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুর্শিদাবাদের পরই তখন এতদঞ্চলে রাজশাহীর গুরুত্ব ছিল ব্যাপক। বর্তমান-রাজশাহী শহর তখন রামপুর বোয়ালিয়া নামে পরিচিত। বৃটিশ সরকার ১৮২৫ সালে নাটোর থেকে জেলা সদর রাজশাহীতে স্থানান্তর করে। স্থানান্তরের সাথে জেলা সদরে এলেন ইংরেজ কর্মচারীরা। ফলে জেলা সদরের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠলো রাজা ও জমিদারদের। বিশেষ করে পুঠিয়া, দুবলহাটি দীঘাপতিয়া, বলিহারের রাজা ও অন্যান্য জমিদার তাদের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জোর তাগিদ অনুভব করলেন। মূলতঃ রাজা-জমিদার এবং তৎকালীন অভিজাত শ্রেণীর উদ্যোগেই ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল বোয়ালিয়া হাইস্কুল। ১৮৩৬ সালে কলেজিয়েট স্কুল যখন প্রতিষ্ঠালাভ করে তখন স্কুলের মোট ছাত্র ছিল ৮৩ জন। স্বাধীনতার পর স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সংখ্যা প্রায় দেড় হাজারের বেশী। ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু সেই তুলনায় বাড়েনি শিক্ষক। বাড়েনি ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা ও শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা।

কৃতী ছাত্র

বিভিন্ন সময় স্কুলের সবুজ চত্বরে সরব পদচারণা ঘটেছে অনেক প্রতিভাবান নামজাদা ছাত্রের এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের যারা জাতীয় জীবনে বিভিন্ন সময়ে অনেক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। স্কুলের নথি থেকে জানা যায়, এদের পরিচিতি। ১৮৭৮ সালে বাবু কিশোরী মোহন চক্রবর্তী, বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্র, ১৮৭৯ সালে বাবু রাম চন্দ্র রায় ১০ টাকা করে মেধা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৭ সালে বাবু সুদর্শন চক্রবর্তী এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৮৮৭ সালে সেরা ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার। ১৮৮৯ সালে মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নাথ ভাইয়া, খান বাহাদুর এমারদউদ্দিন এবং জনাব মতলব আহমদ খান চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৩ সালে বাবু সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র, ১৯০৪ সালে শ্রী বি, এম সেন, ১৯০৯ সালে নিরণ নারায়ণ সিনহা, চন্দ্রশেখর সরকার এবং ১৯১২ সালে ব্রজমোহন মৈত্র এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এবং পরবর্তীতে এঁরা দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

বর্তমান সমস্যা

অসংখ্য সমস্যার আবর্তে দীর্ঘদিন থেকেই এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিমজ্জিত। সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিডিপিআই অফিস যা প্রাচীন এই স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকের স্থান সংকুলানে বাধা হয়ে আছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এ অফিস অন্যত্র সরানো প্রয়োজন। এছাড়াও রয়েছে ক্লাস রুম, লাইব্রেরী, ছাত্রাবাস সমস্যা। শিক্ষকের সমস্যার চাইতে বড় সমস্যা ক্লাস রুমের। এই সমস্যার কারণে বেশী ছাত্র ভর্তি করা যায় না।